ডিসেম্বর ২০১৩

CONNEXION

steering telecom ahead

AMTOB
Association of Mobile Telecom Operators of Bangladesh

CONNEXION
এমটব-এর মাসিক নিউজলেটার
বর্ষ ০১, খণ্ড ০৭

সূচিপত্র

সম্পাদকের টেবিল থেকে	০১
জানেন কি? সংখ্যা ও বিশ্লেষণ	০২
প্রচ্ছদ প্রতিবেদন: ইভিডিও: মোবাইল ব্রডব্যান্ডের কথা	০৩
সাক্ষাৎকার : বেকার ঝু, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা হুয়াওয়ে টেকনোলজিস বাংলাদেশ লিমিটেড	০৫
আইটিইউ টেলিকম ওয়ার্ল্ড	০৭
এমটব কার্যক্রম	০৮

সম্পাদনা পরিষদ

আশরাফুল এইচ. চৌধুরী
চীফ কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স অফিসার
এয়ারটেল বাংলাদেশ লিমিটেড

জাকিউল ইসলাম
রেগুলেটরি অ্যান্ড লিগ্যাল অ্যাফেয়ার্স সিনিয়র ডাইরেক্টর
বাংলালিংক ডিজিটাল কমিউনিকেশনস্ লিমিটেড

মোঃ মাহফুজুর রহমান
চীফ কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স অফিসার
প্যাসিফিক বাংলাদেশ টেলিকম লিমিটেড (সিটিসেল)

মাহমুদ হোসেন
চীফ কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স অফিসার
গ্রামীণফোন লিমিটেড

মাহমুদুর রহমান
এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট, সিআরএল
রবি আজিয়াটা লিমিটেড

কাজী মোঃ গোলাম কুদ্দুস
জিএম, রেগুলেটরি অ্যান্ড কর্পোরেট রিলেশন
টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেড

টি, আই, এম, নূরুল কবীর
সেক্রেটারি জেনারেল, এমটব

"ConneXion"-এর অনলাইন সংস্করণের জন্য ভিজিট করুন–
***www.amtob.org.bd** | মতামত জানান: connexion@amtob.org.bd*

সম্পাদকের টেবিল থেকে

সম্প্রতি অনুষ্ঠিত আইটিইউ টেলিকম ওয়ার্ল্ড ২০১৩-এ আলোচিত বিশেষ কিছু দিক আমি পাঠকের সামনে তুলে ধরতে চাই। সম্মেলনের মূল বিষয়বস্তু "এম্ব্রেসিং চেঞ্জ ইন দি ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড"- এর আওতায় মূলত পাঁচটি বিষয়ে আলোকপাত করা হয়। সেগুলো হলো: মানুষের একে অপরের সাথে যোগাযোগের মাধ্যম পরিবর্তন, তথ্যকেন্দ্রিক যুগে নতুন ব্যবসায়িক মডেলের প্রয়োজনীয়তা, এই শিল্পখাতের গতিশীল অগ্রগতি, প্রযুক্তির পরিবর্তন ও নতুন নিয়ন্ত্রক নীতিমালা এবং মান সম্পন্ন পন্থার প্রয়োজনীয়তা।

লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো, থ্রিজি'র মাধ্যমে মোবাইল ব্রডব্যান্ড চালু করার পর তথ্যকেন্দ্রিক যুগের নতুন ব্যবসায়িক মডেলের প্রয়োজনীয়তাসহ আলোচিত পাঁচটি বিষয়বস্তুই বাংলাদেশের জন্য অনেক প্রাসঙ্গিক।

মোবাইল ব্রডব্যান্ড যুগের অবির্ভাবে বাংলাদেশ নিশ্চিতভাবে উন্নয়নের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। স্মার্টফোনের চাহিদা বৃদ্ধিই যার সাক্ষ্য বহন করে। রিটেইল হিসেব অনুযায়ী, বর্তমানে স্মার্টফোনের চাহিদা প্রতি মাসে প্রায় ২০০,০০০-এ দাঁড়িয়েছে। ২০১৩-এর জানুয়ারিতে যে চাহিদার পরিমাণ ছিল ৮০,০০০ তা বছরের শেষ তিন মাসে তিনগুণ বৃদ্ধি পায় এবং বর্তমানে এই চাহিদা প্রতি মাসে প্রায় ২০০,০০০-এ এসে দাঁড়ায়। এটি পরের নভেম্বরে দ্বিগুণ হবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

এমবিবি-এর সাফল্য মূলত ডিভাইসের উপর নির্ভর করে এবং এর মূল্য সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে নির্ধারণ হওয়া প্রয়োজন। তাই মোবাইল হ্যান্ডসেটের উপর যে আমদানী শুল্ক এবং মূসক প্রযোজ্য রয়েছে তা কমানোর জন্য আমরা সরকারের প্রতি দৃঢ় আহ্বান জানাই, যাতে সকল শ্রেণীর মানুষ নতুন প্রযুক্তির সুবিধা সমানভাবে উপভোগ করতে পারে।

এই শিল্পখাত এবং অন্যান্য অংশীদারদের সাথে কোন প্রকার আলোচনা ছাড়াই সরকারের বিডাব্লিউএ নীতিমালা পুনর্বিবেচনা এবং ২.৬ গিগা হার্টজ তরঙ্গ বরাদ্দের সিদ্ধান্তে মোবাইল অপারেটরগণ গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন। পূর্বের একটি অ-নিলামী প্রতিষ্ঠানকে চার বছর পর অনুষ্ঠিত নিলাম থেকে লাভবান হওয়ার অনুমতি প্রদান প্রক্রিয়া দুর্লভ ও মূল্যবান জাতীয় সম্পদ বণ্টনের ক্ষেত্রে নিরপেক্ষতা এবং স্বচ্ছতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করে। মোবাইল অপারেটরগণ সম্প্রতি পরিবর্তিত বিডাব্লিউএ নীতিমালা এবং এ সম্পর্কিত তরঙ্গ বরাদ্দের বিষয়টি অবিলম্বে পর্যালোচনার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করেছেন। এছাড়াও আমরা মোবাইল অপারেটরদের জন্য প্রযুক্তিগত নিরপেক্ষতার নিশ্চয়তা চাই।

আইটিইউ টেলিকম ওয়ার্ল্ড ২০১৩-এ উপস্থিত আন্তর্জাতিক টেলিযোগাযোগ বিশেষজ্ঞগণ এশিয়ায় অবকাঠামো-ভিত্তিক বিনিয়োগে আরো উৎসাহ বাড়াতে টেলিযোগাযোগ খাত-বান্ধব নীতিমালা এবং আইনি কাঠামোর প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বিশেষ গুরুত্বারোপ করেন।

বেশ কয়েকজন টেলিযোগাযোগ ব্যক্তিত্ব আশঙ্কা করছেন যে, লাইসেন্সিং এবং তরঙ্গ বরাদ্দের ফি'র উপর আরোপিত করের বোঝা উন্নয়নের পথকে রুদ্ধ করবে, পাশাপাশি এই খাতের প্রসারের সম্ভাবনাকে করবে বাধাগ্রস্ত।

২০১৩ সালে *Connexion*-এর এটি সর্বশেষ সংখ্যা। আমি পাঠক এবং আমাদের সম্পাদকীয় বোর্ডের সকলের প্রতি তাদের সহায়তা ও অক্লান্ত পরিশ্রমের জন্য কৃতজ্ঞতা জানাই।

২০১৪ সকলের জন্য বয়ে আনুক সুখ ও সমৃদ্ধির বার্তা!

টি, আই, এম, নূরুল কবীর

এমটব

এসোসিয়েশন অব মোবাইল টেলিকম অপারেটরস্ অব বাংলাদেশ (এমটব) দেশের সবগুলো মোবাইল টেলিযোগাযোগ অপারেটরদের নিয়ে গঠিত সংগঠন। বাংলাদেশের মোবাইল টেলিযোগাযোগ খাতের মুখপাত্র হিসেবে এমটব সংশ্লিষ্ট সরকারি সংস্থা, নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা, আর্থিক প্রতিষ্ঠান, নাগরিক সমাজ, প্রযুক্তিগত সংস্থা, গণমাধ্যম এবং অন্যান্য জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের সাথে কাজ করছে। সরকারি-বেসরকারি সংলাপের মাধ্যমে মোবাইল টেলিযোগাযোগ খাতের উন্নয়নে এ শিল্প খাত এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে আলোচনা ও মতবিনিময়ের ক্ষেত্র তৈরি করবে এমটব। বিশ্বমানের একটি মোবাইল টেলিযোগাযোগ অবকাঠামো প্রতিষ্ঠার জন্য অঙ্গীভূত সকল সদস্য প্রতিষ্ঠান এবং সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থার জন্য সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টির মধ্য দিয়ে দেশের ডিজিটাল বিভক্তি নিরসনে মোবাইল টেলিযোগাযোগ সেবা প্রতিটি মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে কাজ করে যাবে এমটব।

জানেন কি?

১৯৮২ সালে প্রথম কনজ্যুমার সেল ফোন আসে এবং ১৯৯২ সালে প্রথম ক্ষুদেবার্তা পাঠানো হয়।

কলেজের শিক্ষার্থীদের মধ্যে ৯৯.৭ শতাংশের মোবাইল ডিভাইস রয়েছে। এই শিক্ষার্থীরা মূলত কল বা ই-মেইলের তুলনায় ক্ষুদেবার্তা আদান-প্রদান বেশি পছন্দ করে।

১৯৬৯ সালে যে পিসি'র মাধ্যমে চাঁদে মহাকাশচারী পাঠানো হয়েছিল তার তুলনায় মোবাইল ফোন বর্তমানে গড়পড়তায় বেশি শক্তিশালী।

১৯৮৫ সালের ১লা জানুয়ারিতে কৌতুকাভিনেতা আরনি ওয়াইজ ব্রিটেনের প্রথম মোবাইল কলটি করেন। সেই সময় মোবাইলের আকার ছিল ব্রিফকেসের সমান এবং তার মূল্য ছিল ২০০০ পাউন্ড।

এমটব কার্যনির্বাহী পরিষদ

ক্রিস টোবিট
চেয়ারম্যান- এমটব এবং
সিইও- এয়ারটেল বাংলাদেশ লিমিটেড

টি, আই, এম, নূরুল কবীর
সেক্রেটারি জেনারেল- এমটব

জিয়াদ শাতারা
সদস্য, কার্যনির্বাহী পরিষদ- এমটব এবং
সিইও- বাংলালিংক ডিজিটাল কমিউনিকেশনস্ লিমিটেড

মেহবুব চৌধুরী
সদস্য, কার্যনির্বাহী পরিষদ- এমটব এবং
সিইও- প্যাসিফিক বাংলাদেশ টেলিকম লিমিটেড (সিটিসেল)

বিবেক সুদ
সদস্য, কার্যনির্বাহী পরিষদ- এমটব এবং
সিইও- গ্রামীণফোন লিমিটেড

সুপুন বীরসিংহে
সদস্য, কার্যনির্বাহী পরিষদ- এমটব এবং
সিইও- রবি আজিয়াটা লিমিটেড

মো. মুজিবুর রহমান
সদস্য, কার্যনির্বাহী পরিষদ- এমটব এবং
ব্যবস্থাপনা পরিচালক- টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেড

সংখ্যা ও বিশ্লেষণ

উন্নয়নশীল দেশগুলোতে ২০১১ থেকে ২০১৩ সালের মধ্যে মোবাইল ব্রডব্যান্ড ব্যবহারকারীর সংখ্যা দ্বিগুণেরও বেশি হয়ে ৪৭.২ কোটি থেকে ১১৬ কোটিতে পৌঁছেছে।

সম্প্রতি ২৭০ কোটি মানুষের জন্য ইন্টারনেট ব্যবহারের সুযোগ রয়েছে যা বিশ্বের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৪০ শতাংশ।

২০০৮ থেকে ২০১২ সালের মধ্যে ফিক্সড ব্রডব্যান্ডের মূল্য কমেছে ৮২ শতাংশ।

মোবাইল ব্রডব্যান্ডের সবচেয়ে দ্রুত প্রবৃদ্ধি হয়েছে আফ্রিকাতে। ২০১০ থেকে ২০১৩ সালের মধ্যে এখানে এর হার ২ শতাংশ থেকে বেড়ে ১১ শতাংশে পৌঁছায়।

ইভিডিও: মোবাইল ব্রডব্যান্ডের কথা

এনহ্যান্সড ভয়েস-ডেটা অপ্টিমাইজ অথবা এনহ্যান্সড ভয়েস-ডেটা ওনলি (ইভিডিও) হলো মোবাইল ব্রডব্যান্ড (এমবিবি)-এর জন্য একটি টেলিযোগাযোগ মানদণ্ড। এটি রেডিও সংকেতের মাধ্যমে তথ্যের তারহীন ট্রান্সমিশনের জন্য একটি প্রযুক্তি, যা সাধারণত ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেটের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

এটি ব্যক্তিগত ও সামগ্রিক তথ্য আদান-প্রদানের গড় হারকে সর্বাধিক পর্যায়ে নিয়ে যেতে কোড ডিভিশন মাল্টিপল অ্যাকসেস (সিডিএমএ) ও টাইম ডিভিশন মাল্টিপ্লেক্সিং (টিডিএম)-সহ বহুবিধ কলাকৌশল ব্যবহার করে থাকে।

সিডিএমএ২০০০ মানদণ্ডের অংশ হিসেবে থার্ড জেনারেশন পার্টনারশিপ প্রজেক্ট ২ (থ্রিজিপিপি২) দ্বারা ইভিডিও-এর মান নির্ধারণ করা হয় এবং সারা বিশ্বের অনেক মোবাইল ফোন সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান এটি গ্রহণ করে আসছে, বিশেষ করে যারা পূর্বে সিডিএমএ নেটওয়ার্কের সাথে যুক্ত ছিল।

ইভিডিও-এর বিবর্তন

সিডিএমএ২০০০ মানদণ্ডের বিবর্তন হিসেবে ইভিডিও তৈরি করা হয়েছিল, যা উচ্চগতির তথ্য সরবরাহে সহায়তা করবে এবং তারবিহীন ভয়েস সেবার পাশাপাশি একটি সেবা হিসেবে প্রতিষ্ঠা পাবে। আইএস-৯৫এ (আইএস-৯৫) এবং আইএস-২০০০ (1xআরটিটি) যে পরিমাণ ব্যান্ডউইথ ব্যবহার করে ঠিক সমপরিমাণ ব্যান্ডউইথ ইভিডিও চ্যানেলও ব্যবহার করে থাকে, যার পরিমাণ হলো ১.২৫ মেগাহার্টজ।

অন্যদিকে চ্যানেলের কাঠামো খুবই আলাদা। এছাড়াও, ব্যাক-এন্ড নেটওয়ার্ক সম্পূর্ণরূপে প্যাকেট-ভিত্তিক। এর ফলে সার্কিট সুইচড নেটওয়ার্কে সাধারণত যেসব সীমাবদ্ধতা থাকে সেগুলো একে বাধাগ্রস্ত করে না।

ইভিডিও-এর সিডিএমএ২০০০ নেটওয়ার্ক মোবাইল ডিভাইস ব্যবহারকারীদের রেল. ০ সহ ২.৪ মেগাবাইট এবং রেভ. এ. সহ ৩.১ মেগাবাইট ফরোয়ার্ড লিঙ্ক এয়ার ইন্টারফেস স্পিড প্রদান করবে। রেল. ০ রিভার্স লিঙ্ক রেট কাজ করতে পারে ১৫৩ কিলোবাইট স্পিড পর্যন্ত, যেখানে রেল.এ. কাজ করতে পারে ১.৮ মেগাবাইট পর্যন্ত। আইপি ভিত্তিক নেটওয়ার্ক হিসেবে এন্ড-টু-এন্ড কাজ করার জন্য এটি তৈরি করা হয়েছিল। যেসব অ্যাপ্লিকেশন এই ধরনের নেটওয়ার্ক এবং বিট রেট-এর সীমাবদ্ধতার উপর কাজ করতে পারে এটি তাদের সাহায্য করে।

সিটিসেল নামে সুপরিচিত বাংলাদেশের পথিকৃত মোবাইল ফোন কোম্পানী প্যাসিফিক টেলিকম বাংলাদেশ লিমিটেড (পিবিটিএল) ২০০৭ সালে বাংলাদেশে প্রথম ইভিডিও প্রযুক্তি চালু করে।

উন্নত ইভিডিও প্রযুক্তি নেক্সট জেনারেশন সিডিএমএ 1x প্রযুক্তির মাধ্যমে পরিচালিত হয়। এর ফলে একজন প্রতি সেকেন্ডে ১ মেগাবাইট ডাউনলোড স্পিড, ভিডিও স্ট্রিমিং ও

CDMA2000 ROADMAP

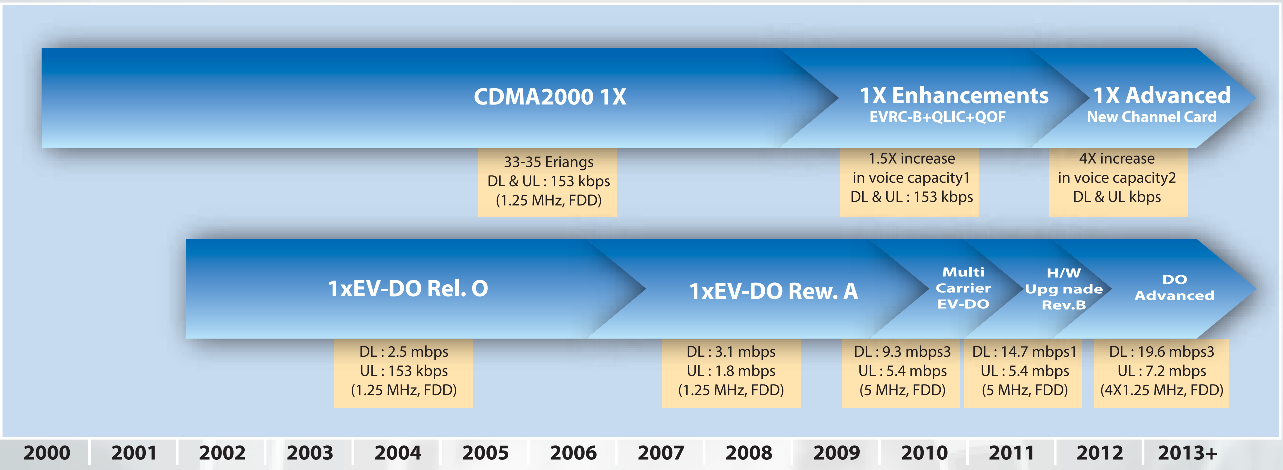

ভিডিও সারভিলেন্স এবং সমৃদ্ধ মিডিয়া কনটেন্ট-সহ উন্নত ইন্টারনেট ব্রাউজিং উপভোগ করতে পারে।

নতুন প্রযুক্তি গ্রহণে বাংলাদেশ কখনও পিছিয়ে থাকেনি। একই প্রচেষ্টায় ইভিডিও প্রযুক্তি চালু করা হয়। ইভিডিও ডিভাইস সহায়ক মোবাইল ফোন ব্যবহারকারী ব্যান্ডউইথ এবং লোকেশন ইনফরমেশন সার্ভিস উপভোগ করছে।

ইভিডিও সার্ভিসেস

- মোবাইল টিভি
- চাহিদা মাফিক ভিডিও
- ভিডিও কনফারেন্সিং
- টেলিমেডিসিন
- লোকেশন-বেসড সার্ভিসেস
- গ্লোবাল পজিশনিং সিস্টেম (জিপিএস)

ইতোমধ্যে বাংলাদেশ মোবাইল ব্রডব্যান্ড যুগে প্রবেশ করেছে। যেহেতু এটি বাংলাদেশে একটি নতুন সেবা, সেহেতু এই বিষয়ে সকলেরই আগ্রহ রয়েছে। এটি গ্রাহকদের উচ্চগতি-সম্পন্ন ইন্টারনেট এবং ভিডিও কল নিশ্চিত করছে। এটা নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, বর্তমানের মোবাইল ব্রডব্যান্ড প্রযুক্তির আলোকে দেশে প্রযুক্তিগত রূপান্তরের ক্ষেত্রে নতুন মাত্রা যোগ হবে। দেশে এ সেবা-সহায়ক অবকাঠামো প্রস্তুত করতে হবে যাতে থ্রিজি এবং ইভিডিও রেভ.বি প্রযুক্তি সরবরাহ সহজ হয়। এর পাশাপাশি বিষয়বস্তু সরবরাহকারীদের যথেষ্ট পরিমাণ বিষয়বস্তু প্রদানে প্রস্তুত থাকা প্রয়োজন এবং নতুন প্রযুক্তির সুযোগ-সুবিধাগুলো সঠিকভাবে কাজে লাগানো ও উপভোগ করার জন্য ইকোসিস্টেম আরো উন্নত করা উচিৎ।

আগামীর দিকে দৃষ্টিপাত

এইচএসপিএ এবং ইভিডিও অনুসরণকারী সকল অপারেটরদের গন্তব্য দীর্ঘমেয়াদী পরিবর্তন অথবা এলটিই প্রযুক্তি। একটি অপারেটর সিডিএমএ অথবা জিএসএম প্রযুক্তি ব্যবহার করে এলটিই প্রযুক্তিতে পৌঁছাতে পারে। আশা করা যায় যে যতদিন তথ্য যোগাযোগ চিন্তার বিষয় হয়ে থাকবে, ততদিন মোবাইল ব্রডব্যান্ডের ব্যবহার আরো বৃদ্ধি পাবে।

বর্তমানে ইভিডিও-এর প্রতি সেকেন্ডে ১১ মেগাবাইট স্পিড সরবরাহের ক্ষমতা আছে, যা প্রতি সেকেন্ডে ১৪.৭ মেগাবাইট পর্যন্ত বৃদ্ধি করা যাবে। সিটিসেল আগামী বছর মার্চ মাসের মধ্যে এই কার্যক্রম শুরু করবে। এক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রক সংস্থার অনুমোদন এবং বিনিয়োগের আনুষ্ঠানিকতা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

মোবাইল ব্রডব্যান্ড মানুষের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রভাব ফেলছে, এমনকি এটি দৈনন্দিন কাজেকর্মেও ব্যাপক ভূমিকা পালন করছে। এটি ডিজিটাল বিভক্তি হ্রাস করে পাশাপাশি জীবনমান উন্নত করে।

উন্নত ইভিডিও প্রযুক্তি নেক্সট জেনারেশন সিডিএমএ 1x প্রযুক্তির মাধ্যমে পরিচালিত হয়। এর ফলে একজন প্রতি সেকেন্ডে ১ মেগাবাইট ডাউনলোড স্পিড, ভিডিও স্ট্রিমিং ও ভিডিও সারভিলেন্স এবং সমৃদ্ধ মিডিয়া কনটেন্ট সহ উন্নত ইন্টারনেট ব্রাউজিং উপভোগ করতে পারে।

বিভিন্ন ডিভাইস যেমন: স্মার্টফোন, কম্পিউটার, সেন্সর এবং মেশিন ইত্যাদিকে ইন্টারনেট এবং ব্রডব্যান্ডের সাথে সংযোগের জন্য ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হয় মোবাইল নেটওয়ার্ক প্রযুক্তি যেমন: ইডিজিই, ইভিডিও, এইচএসপিএ এবং এলটিই।

মোবাইল ব্রডব্যান্ড-এর মূলকথা

মোবাইল ব্রডব্যান্ডের সবচেয়ে সুন্দরতম দিক হলো মানুষ যে যেখানেই থাকুক না কেন সেখান থেকেই নিজের কাজ সম্পন্ন করতে পারে। এই প্রযুক্তি বাংলাদেশের মানুষের জীবনে নিয়ে আসতে পারে অপরিমেয় সুযোগ-সুবিধা। ঘন বসতিপূর্ণ শহরে প্রতিনিয়ত মানুষ যানজটের সম্মুখীন হওয়ার ফলে যেকোন কাজে তাদের শারীরিক উপস্থিতি বিলম্বিত হচ্ছে। কিন্তু মোবাইল ব্রডব্যান্ড ব্যবহারের ফলে মানুষ খুব সহজে ডকুমেন্টের ইলেকট্রনিক কপি ইন্টারনেটের মাধ্যমে কোন বাধা ছাড়াই স্বল্প সময়ে যেকোন জায়গায় পাঠাতে পারছে।

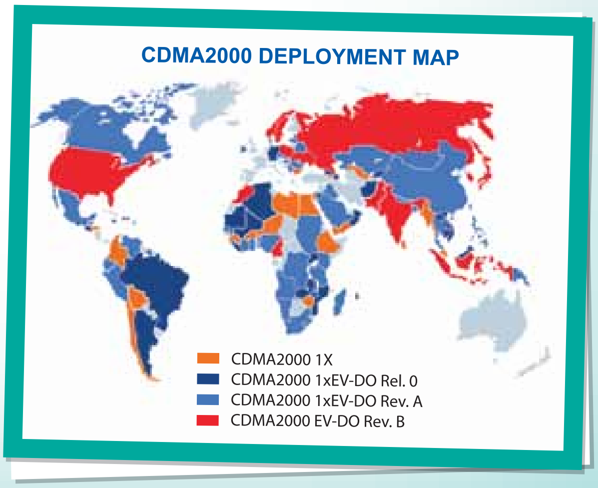

মিঃ বেকার ঝু
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা
হুয়াওয়ে টেকনোলজিস
বাংলাদেশ লিমিটেড

> হুয়াওয়ে টেকনোলজিস-এর সাফল্যের মূল কারণ এটি গ্রাহক-কেন্দ্রিক একটি সংস্থা। প্রতিটি স্তরে সক্রিয়ভাবে আমরা আমাদের গ্রাহকের প্রয়োজনীয়তা এবং চাহিদা মেটানোর জন্য সেগুলোকে চিহ্নিত করার পাশাপাশি আমাদের সমাধানগুলোতে অন্তর্ভুক্ত করে থাকি।

বিশ্বের অন্যান্য দেশের পাশাপাশি বাংলাদেশে ব্যবসা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে হুয়াওয়ে টেকনোলজিস যে অসাধারণ সাফল্য অর্জন করেছে তার পেছনে মূল কারণ হিসেবে কি কি বিষয় কাজ করেছে বলে আপনি মনে করেন? বর্তমানে বাংলাদেশে আপনাদের মার্কেট শেয়ার কত?

হুয়াওয়ে টেকনোলজিস-এর সাফল্যের মূল কারণ এটি গ্রাহক-কেন্দ্রিক একটি সংস্থা। প্রতিটি স্তরে সক্রিয়ভাবে আমরা আমাদের গ্রাহকের প্রয়োজনীয়তা এবং চাহিদা মেটানোর জন্য সেগুলোকে চিহ্নিত করার পাশাপাশি আমাদের সমাধানগুলোতে অন্তর্ভুক্ত করে থাকি। আর এটিই বিশ্বজুড়ে গ্রাহকের আস্থা অর্জনে বড় ভূমিকা পালন করেছে। বাংলাদেশও এর ব্যতিক্রম নয়। একটি ছোট অফিস এবং ৩ জন কর্মী নিয়ে ১৯৯৮ সালে হুয়াওয়ে বাংলাদেশে তার যাত্রা শুরু করে; সাতটি অপারেটর প্রতিষ্ঠানকে দ্রুত সেবা সরবরাহ নিশ্চিত করতে বর্তমানে হুয়াওয়ে-এর ৭০০-এরও অধিক স্থানীয় প্রকৌশলীসহ ২২টি শাখা কার্যালয় আছে।

তথ্য প্রযুক্তি শিল্পখাতের বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সাথে তাল মিলিয়ে গ্রাহকের চাহিদা মেটাতে হুয়াওয়ে ক্রমাগত নতুন নতুন উদ্ভাবনে মনোযোগ দিয়েছে এবং প্রযুক্তিগত নেতৃত্বের দিকে অগ্রসর হয়েছে। হুয়াওয়ে'র ৭০,০০০-এরও বেশি আর অ্যান্ড ডি কর্মচারী আছে, যা বিশ্বব্যাপী মোট কর্মীসংখ্যার ৪৫ শতাংশেরও বেশি কর্মীর সমন্বয়ে গঠিত। আমরা বিভিন্ন দেশে মোট ১৬টি আর অ্যান্ড ডি কেন্দ্র স্থাপন করেছি। যার মধ্যে ইউরোপ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, ভারত ও চীন অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। ২০১২ সালে হুয়াওয়ে'র আর অ্যান্ড ডি ব্যয় ছিল ২৫০০ কোটি মার্কিন ডলার, যা হিসেব অনুযায়ী কোম্পানির বার্ষিক আয়ের ১৩.৭ শতাংশ। প্রযুক্তির বিস্ময়কর অগ্রগতির এই যুগে বিশ্বব্যাপী শীর্ষ ৫০টি অপারেটরের মধ্যে হুয়াওয়ে ৪৫টি অপারেটরকেই গর্বের সাথে সেবা প্রদান করে যাচ্ছে।

সর্বোপরি সাফল্যের কারণ হিসেবে বলতে হয় আমাদের অত্যন্ত মূল্যবান কর্মীবৃন্দের কথা। মূল ভিত হিসেবে যারা পরম নিষ্ঠা, সততা, প্রচেষ্টা ও ঐক্যবদ্ধভাবে প্রতিষ্ঠানটিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। বর্তমানে বাংলাদেশ অফিসে ১০০-এরও অধিক স্থানীয় কর্মী কাজ করছে, যারা গত পাঁচ বছর ধরে আমাদের পথ চলায় সঙ্গী হয়ে আছে, আর এটি হুয়াওয়ে এবং এর কর্মীদের মাঝে আস্থা ও বন্ধনের প্রতীকস্বরূপ।

বাংলাদেশে এবং বিশ্বের অন্যত্র ব্যবসা বিস্তারের ক্ষেত্রে আগামী তিন বছরের জন্য আপনার কোম্পানির লক্ষ্য কী?

১৫ বছর ধরে বাংলাদেশের সাথে আছে হুয়াওয়ে। বিশ্বজুড়ে এই বাজারে আধুনিক প্রযুক্তি এবং অভিজ্ঞতার নেতৃত্ব দিচ্ছি আমরা। বর্তমানে, বাংলাদেশে থ্রিজি প্রযুক্তি চালু হওয়ার ফলে আমাদের ক্লায়েন্টরা নতুন নতুন চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হচ্ছে এবং ওটিটি ও ব্রডকাস্টিং-এর সুযোগ পাচ্ছে। সেসব চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় অন্যান্য বাজার থেকে অভিজ্ঞতা অর্জন করতে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

মোবাইল ব্রডব্যান্ড ইকোসিস্টেম জোরদার করতে এবং বাংলাদেশের অর্থনীতির ভবিষ্যৎ প্রবৃদ্ধির ভিত্তি নির্মাণের উদ্দেশ্যে অপারেটরদের সাথে একযোগে কাজ করছে হুয়াওয়ে। এই ডিসেম্বরে বাংলাদেশে আমরা ফ্ল্যাগশিপ হুয়াওয়ে অ্যাসেন্ড পি৬ চালু করেছি, যা বিশ্বের সবচেয়ে স্লিম স্মার্টফোন।

বাংলাদেশে স্বল্প মজুরির দক্ষ জনশক্তি রয়েছে, এই সুযোগটি গ্রহণ করতে বাংলাদেশে এসেম্বলিং প্ল্যান্ট স্থাপনের কোন পরিকল্পনা আপনার আছে কি?

বাংলাদেশে থ্রিজি প্রযুক্তি স্থাপনের আভাস পেয়ে ২০১২ সালে আমরা স্থানীয় কর্মীদের মধ্যে ১০২ জনকে বিভিন্ন প্রশিক্ষণের জন্য দেশের বাইরে পাঠাই।

তাদের কঠোর পরিশ্রম, নিষ্ঠা এবং অভিজ্ঞতার আলোকে গুরুত্বপূর্ণ গ্রাহকসহ সারা বাংলাদেশের জনসাধারণের জন্য সফলভাবে এবং দক্ষতার সাথে থ্রিজি স্থাপন সম্ভব হয়। ব্যবসায়িক পরিকল্পনার অংশ হিসেবে আমরা আমাদের এই কর্মপ্রক্রিয়া চালিয়ে যাবো।

এছাড়াও, এই শিল্পখাতে সহযোগিতার জন্য আমরা স্থানীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু শিক্ষার্থীদের চীনের হুয়াওয়ে সদর দপ্তরে যাওয়ার এবং উন্নত প্রযুক্তির যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটেছে তার অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ করে দিয়েছি।

প্রতিটি কর্মচারীর নিজস্ব প্রচেষ্টাই হুয়াওয়ে'র সামগ্রিক সেবার মান নিশ্চিত করে, আর এই সেবাই গ্রাহকের কাছে পৌঁছে দিই আমরা। "নিবেদিত কর্মী আমাদের মূল ভিত"–এই নীতির উপর বিশ্বাস করেই আমাদের প্রতিষ্ঠান এগিয়ে যাচ্ছে। তাদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি শুধুমাত্র ব্যক্তিগত উন্নয়ন নয় বরং কোম্পানির সামগ্রিক প্রবৃদ্ধিতে বিশেষ অবদান রাখছে।

ব্যবসায়িক সামাজিক দায়বদ্ধতা (সিএসআর) কার্যক্রমে কতটা অবদান রাখছে হুয়াওয়ে? এ পর্যন্ত বাংলাদেশে কোন কোন সিএসআর কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেছেন আপনারা?

বিশ্বের ব্যবসায়িক নাগরিক হিসেবে হুয়াওয়ে তার ব্যবসায়ের আওতাধীন দেশ ও জনগোষ্ঠীর জন্য সক্রিয়ভাবে সামাজিক অবদান রাখতে অঙ্গীকারাবদ্ধ। পাশাপাশি আমরা সততার সাথে এবং দেশের আইন ও নিয়ম-নীতি মেনে চলার প্রতিও প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। সময়ের সাথে সাথে হুয়াওয়ে নিজস্ব প্রবৃদ্ধিই ঘটায়নি বরং সরকারের রাজস্ব তহবিলে কর হিসেবে ১.০২ কোটি টাকা জমা দিয়েছে এবং শুধুমাত্র ২০১২ সালেই ২.৭ কোটি টাকার বেশি স্থানীয় ক্রয় বাবদ প্রদান করেছে।

ইতোমধ্যে সংঘটিত সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অবদান হলো– হুয়াওয়ে'র পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট)-এ একটি ওয়্যারলেস কমিউনিকেশন ল্যাবরেটরি এবং প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করা। এই উদ্যোগটি বুয়েটের শিক্ষার্থীদের ব্যাপকভাবে উপকৃত করার পাশাপাশি বাংলাদেশে আরো বেশি টেলিযোগাযোগ বিশেষজ্ঞ তৈরি করবে বলে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।

আপনি কি মনে করেন বাংলাদেশের টেলিযোগাযোগ শিল্পখাতের একমাত্র প্ল্যাটফর্ম হিসেবে এমটব এই খাতকে আরো গতিশীল উপায়ে সহায়তা করতে পারে?

টেলিযোগাযোগ খাতের একমাত্র মুখপাত্র হিসেবে বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে অ্যাসোসিয়েশন অব মোবাইল টেলিকম অপারেটর অব বাংলাদেশ (এমটব)। শিল্পখাতে এই অ্যাসোসিয়েশনের সক্রিয় ভূমিকা পালনে আমরা অত্যন্ত উচ্ছ্বসিত। এ ধরনের অ্যাসেসিয়েশন অনেক দেশেই নেই। সমাজের উন্নয়ন এবং তুমুল প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে এই শিল্পখাতের চাহিদা বুঝতে সকল অপারেটরদের সংযুক্ত ও সামঞ্জস্যপূর্ণ রাখা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বাংলাদেশের প্রযুক্তির বাজারে নেতৃস্থানীয় সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে এমটব-এর সাথে সংযুক্ত হতে পেরে আমরা ভীষণ আনন্দিত। আমরা এমটব এবং এর সদস্যদের সাফল্য কামনা করছি।

আপনি কোন কোন দিকগুলোকে বাংলাদেশের টেলিযোগাযোগ ব্যবসার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা হিসেবে দেখছেন? আর প্রতিবন্ধকতা থেকে থাকলে সেগুলো কিভাবে অতিক্রম করা যাবে সে সম্পর্কে অনুগ্রহ করে বিস্তারিত বলুন–

বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ খাতে অসাধারণ সাফল্য অর্জন করেছে। আমরা বিশ্বাস করি, এই অবস্থানে পৌঁছাতে সবচেয়ে বড় ভূমিকা পালন করেছে এদেশের অনুকূল টেলিযোগাযোগ নীতিমালা এবং সুবিধাজনক বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ।

অমরা উপলব্ধি করেছি যে কয়েকটি অপারেটর এই বাজারে ভবিষ্যৎ প্রবৃদ্ধির টেকসই মুনাফার জন্য সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে। যদি সরকার সামঞ্জস্যপূর্ণ কর ও মুসক নির্ধারণের বিষয়টি বিবেচনা করেন তবে শুধুমাত্র সরকারের জন্যই নয় বরং অপারেটরসহ দেশের সকল মানুষের জন্য সুফল বয়ে আসবে। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, ভবিষ্যৎ জিডিপি আরো জোরদার করার ক্ষেত্রে এবং বাংলাদেশকে ডিজিটাল যুগের দিকে ধাবিত করতে মোবাইল ব্রডব্যাড-এর ব্যাপক সম্ভাবনা রয়েছে। এটি এই শিল্পখাতের প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করবে পাশাপাশি আমরা–সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান ও অপারেটরগণ সম্মিলিতভাবে বাংলাদেশের মানুষের জীবন ও অর্থনীতির উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারবো।

সহায়ক টেলিযোগাযোগ নীতিমালা তৈরির আহ্বান জানিয়ে শেষ হলো আইটিইউ টেলিকম ওয়ার্ল্ড ২০১৩

এশিয়ায় অবকাঠামো-ভিত্তিক বিনিয়োগে আরো উৎসাহ বাড়াতে টেলিযোগাযোগ খাতে সহায়ক নীতিমালা এবং আইনি কাঠামোর প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বিশেষ গুরুত্বারোপ করেন আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক টেলিযোগাযোগ বিশেষজ্ঞগণ।

সম্প্রতি থাইল্যান্ডের রাজধানী ব্যাংককে অনুষ্ঠিত আইটিইউ টেলিকম ওয়ার্ল্ড সামিটে এ আহ্বান জাননো হয়। ১৯ নভেম্বর ২০১৩ তে শুরু হওয়া চার দিনব্যাপী এ সম্মেলনের মূল বিষয়বস্তু ছিল "এম্ব্রেসিং চেঞ্জ ইন দি ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড"।

আন্তর্জাতিক টেলিযোগাযোগ ইউনিয়ন (আইটিইউ)-এর মহাসচিব ডঃ হামাদুন আই. টরে তার অভিজ্ঞতার আলোকে বলেন যে, নানা মাধ্যমে মানুষকে একে অপরের সাথে যুক্ত রাখতে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাত অত্যন্ত প্রভাব বিস্তার করছে, তাই নীতি নির্ধারক ও নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থাকে

জনাব মো. গিয়াসউদ্দীন আহমেদ-সহ সরকারি ও বেসরকারি খাতের অন্যান্য উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ এ সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন।

সম্মেলনে একাধিক স্টেকহোল্ডারদের সভা এবং অংশীদারিত্ব ঘোষণা কর্মসূচি বিশেষ একটি জায়গা দখল করেছিল। অন্যান্যদের সাথে এতে অংশগ্রহণ করেন টেলিযোগাযোগ উন্নয়ন ব্যুরো, আইটিইউ-এর পরিচালক ব্রাহিমাসানু এবং আইটিইউ-এর আঞ্চলিক কার্যালয়ের আঞ্চলিক পরিচালক ডঃ ইয়ান-জু কিম। এমটব-এর সেক্রেটারি জেনারেল জনাব টি, আই, এম, নূরুল কবীর "বাংলাদেশের আইসিটি এবং টেলিযোগাযোগ খাত সুদৃঢ়করণ (এসআইটিবি)" শীর্ষক প্রকল্প উপস্থাপন করেন।

বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি)-এর ভাইস চেয়ারম্যান জনাব মো. গিয়াসউদ্দিন আহমেদ "সরকারি ও বেসরকারি

বাংলাদেশের পক্ষ থেকে কানেক্ট এশিয়া প্যাসিফিক সামিট-এ বিটিআরসি'র ভাইস চেয়ারম্যান মোঃ গিয়াসউদ্দীন আহমেদ এবং এমটব-এর সেক্রেটারি জেনারেল টি, আই, এম, নূরুল কবীর তাদের নিজ নিজ প্রকল্প উপস্থাপন করেন

এ সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে হবে। জিএসএমএ-এর চেয়ারম্যান জন ফ্রেড্রিক বাক্সাস এক সাক্ষাৎকারে বলেন যে, স্মার্টফোনের মূল্য হ্রাস, স্থানীয় বিষয়বস্তুর উন্নয়ন এবং অতিরিক্ত কর মওকুফ বাংলাদেশে ইন্টারনেটের সেবা বৃদ্ধিকে অনুপ্রাণিত করবে।

বাংলাদেশের ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মো. আবুবকর সিদ্দিকের নেতৃত্বে বাংলাদেশ সরকারের একটি উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধি দল সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি)-এর ভাইস চেয়ারম্যান

অংশীদারিত্ব ব্যবহার করে জাতীয় ব্রডব্যান্ড নেটওয়ার্ক উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্পের প্রস্তাব পেশ করে। এর পূর্বে, ১৮ নভেম্বর বিভিন্ন দেশের মন্ত্রীদের অংশগ্রহণে একটি মন্ত্রী পর্যায়ের সভা অনুষ্ঠিত হয়।

আইটিইউ টেলিকম ওয়ার্ল্ড সামিটের পূর্বে খুব অল্প সময়ের ব্যবধানে "কানেক্ট এশিয়া-প্যাসিফিক সামিট" শীর্ষক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এতে বাংলাদেশসহ বিভিন্ন দেশের সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা জাতীয় ব্রডব্যান্ড নেটওয়ার্ক প্রসারিত করতে বিনিয়োগ বৃদ্ধি সম্পর্কিত বিষয়াদি নিয়ে আলোচনা করেন।

মন্ত্রী পর্যায়ের গোলটেবিল বৈঠকশেষে মন্ত্রীসহ অন্যান্য প্রতিনিধি দলের প্রধানদের সঙ্গে বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলের প্রধান ডাক ও টেলিযোগাযোগ সচিব মো. আবুবকর সিদ্দিক (প্রথম সারির বাম থেকে দ্বিতীয়)

এমটব-এর কার্যক্রম

গত ৭ নভেম্বর, ২০১৩-তে ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী অ্যাডভোকেট সাহারা খাতুন, এমপি, এর সাথে তার কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেন এমটব-এর একটি প্রতিনিধিদল

গত ৮ ডিসেম্বর, ২০১৩-তে নবনিযুক্ত ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী রাশেদ খান মেনন-এর সাথে তার কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেন এমটব-এর একটি প্রতিনিধিদল

গত ১৮ ডিসেম্বর, ২০১৩-তে অনুষ্ঠিত এমটব নাইট অনুষ্ঠানে বিদায়ী চেয়ারম্যান মাইকেল ক্যুনার-এর হাতে এমটব-এর পক্ষ হতে স্মারক তুলে দিচ্ছেন এমটব-এর কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্য এবং পিবিটিএল-এর সিইও জনাব মেহবুব চৌধুরী

রবি আজিয়াটা লিমিটেড-এর নবনিযুক্ত সিইও সুপুন বীরসিংহে কে একগুচ্ছ ফুল দিয়ে স্বাগত জানাচ্ছেন এমটব-এর ভাইস চেয়ারম্যান এবং এয়ারটেল বাংলাদেশ লিমিটেড-এর সিইও ক্রিস টোবিট

সম্প্রতি ফরেন ইনভেস্টর'স চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইনডাস্ট্রি (এফআইসিসিআই)-এর সভাপতির সাথে সাক্ষাৎ করেন এমটব-এর একটি প্রতিনিধিদল

এমটব নাইটে বিশিষ্ট অতিথিবৃন্দ ও অন্যান্য সদস্যদের সাথে এমটব নির্বাহী পরিষদের সদস্যবৃন্দ

এমটব সদস্যদের কার্যক্রম

৪ ডিসেম্বর ইন্টারন্যাশনাল ক্লাব ঢাকা'য় অনুষ্ঠিত এয়ারটেল থ্রিজি ইন্টারনেট এক্সেপেরিয়েন্স জোন-এ আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের তরুণদের ব্যাপক সমাগম হয়। দেশের দ্রুত বর্ধনশীল প্রতিষ্ঠান এয়ারটেল আইসি'র সদস্যদের জন্য তাদের থ্রিজি ইন্টারনেট প্রদর্শন করতে রোডশো-এর আয়োজন করে

ওয়ার্ল্ড কমিউনিকেশন অ্যাওয়ার্ড ২০১৩-এ "বেস্ট ব্র্যান্ড ক্যাম্পেইন" জয় করে বাংলালিংক

সম্প্রতি বাংলাদেশ ইনফ্রাস্ট্রাকচার কোম্পানি লিমিটেড (বিআইসিএল)-এর সাথে অবকাঠামো শেয়ারিং-এর একটি চুক্তি স্বাক্ষর করলো সিটিসেল। চুক্তিটি নেটওয়ার্ক সুযোগ-সুবিধা ব্যবহার বৃদ্ধির পাশাপাশি নেটওয়ার্ক সুবিধার জন্য পুনরায় বিনিয়োগ ছাড়াই নেটওয়ার্ক কাভারেজ উন্নত করতে উভয় প্রতিষ্ঠানকেই (সিটিসেল এবং বিআইসিএল) সহায়তা করবে। সিটিসেল-এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব মেহবুব চৌধুরী এবং বিআইসিএল-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক অ্যান্ডি রোল্ট নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন

গ্রামীণফোনের পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলাদেশ স্পেশাল অলিম্পিক দল অস্ট্রেলিয়ার নিউক্যাসলে অনুষ্ঠিত স্পেশাল অলিম্পিকের এশিয়া প্যাসিফিক গেমসে ৪৩টি স্বর্ণ, ২০টি রৌপ্য এবং ৭টি ব্রোঞ্জ পদকসহ মোট ৭০টি পদক জয় করে

বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সাথে যৌথ উদ্যোগে সর্ববৃহৎ মানব পতাকার নতুন বিশ্ব রেকর্ড গড়লো রবি আজিয়াটা লিমিটেড। ১৬ ডিসেম্বর ২০১৩ শের-ই-বাংলা নগরে অবস্থিত জাতীয় প্যারেড গ্রাউন্ডে ২৭,১১৭ জন মানুষ সম্মিলিতভাবে এই সর্ববৃহৎ পতাকা তৈরি করে

আলোকচিত্রী- শহীদুল আলম/ দৃক/ রবি

টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেড এবং মদন মোহন কলেজ, সিলেট-এর কর্মকর্তাগণ অনলাইনে ভর্তি এবং শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে নিয়মিত ফি সংগ্রহ কার্যক্রমের জন্য স্বাক্ষরিত চুক্তি'র নথিপত্র বিনিময় করছেন। চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের সাথে সাক্ষী হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত, ডাক ও টেলিযোগাযোগ সচিব মো. আবুবকর সিদ্দিক এবং টেলিটক-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ মুজিবুর রহমান

AMTOB
Association of Mobile Telecom Operators of Bangladesh

ল্যান্ডভিউ (১৩ তলা) ২৮, গুলশান এভিনিউ, ঢাকা ১২১২, বাংলাদেশ।
info@amtob.org.bd, www.amtob.org.bd

© এসোসিয়েশন অব মোবাইল টেলিকম অপারেটরস্ অব বাংলাদেশ কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত।

সম্পাদক: টি, আই, এম, নূরুল কবীর, সেক্রেটারি জেনারেল, এমটব। মাসিক নিউজলেটার "ConneXion" এসোসিয়েশন অব মোবাইল টেলিকম অপারেটরস্ অব বাংলাদেশ (এমটব) এর পক্ষ থেকে প্রকাশিত। ল্যান্ডভিউ (১৩ তলা) ২৮, গুলশান এভিনিউ, ঢাকা ১২১২, বাংলাদেশ।
ফোন: +৮৮ ০২ ৯৮৫৩৩৪৪, ফ্যাক্স: +৮৮ ০২ ৯৮৫৩১২১, ই-মেইল: connexion@amtob.org.bd

ডিজাইন এবং প্রোডাকশন: বেঞ্চমার্ক পি আর | www.benchmarkpr.com.bd